OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 533 - 539
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সমর দেবের ‘লোহিত পারের উপকথা’ উপন্যাস : জীবন যন্ত্রণার আখ্যান

ড. চাঁদমালা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : khatun.chandmala@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Samar Dev, Novel, Assam, Exploitation, Deprivation, Pain, Struggle

Abstract
Northeast India is known as the state of seven sisters. This north-east India is also known as the third world. Various castes and tribes live in this world. However, the number of Bengalis is comparatively more in the states of Assam and Tripura. Amidst various unrest and hatred, Bengalis have kept their language and literature alive through writing. Literary practice in Assam is mainly concentrated in two valleys, the Barak Valley and the Brahmaputra Valley. Although the context of Bengali literary practice in these two valleys is similar in many respects, it is different in several respects. The Bengalis of the Brahmaputra Valley are mainly identified as ‘external expatriates’. Since the Bengalis of this valley have to coexist with the Assamese, their level of crisis is of a different nature. In short, the Bengalis here have to struggle constantly. Partition is a great story of danger in the life of Bengalis. Even after independence came through partition, the Bengali heart was also divided. Before the wounds or pain of that partition could heal, the blow of foreign expulsion doubled that pain. And the victims of that violence were the helpless common people. Political and ethnic problems are the main subject of most of the literature of the Brahmaputra Valley. Samar Deb is one of the poets of the Brahmaputra Valley of Assam. One of his notable novels is ‘Lohit Parer Upokatha’ (2010). The toiling common people living on the banks of the Brahmaputra River, despite living in Assam for a long time, have to endure the pain and struggle to survive of not being able to become citizens of Assam. In short, the story of the precarious life of the people of the slums along the Brahmaputra is the subject of the novel ‘Lohit Parer Upokatha’.

Discussion

উত্তর-পূর্ব ভারত তথা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম কথাকার সমর দেব। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘লোহিত পারের উপকথা’ (২০১০)। আলোচ্য উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মূলত প্রান্তীয় পাণ্ডুর ব্রহ্মপুত্র ঘেষা একটি বস্তি। বস্তিবাসী মানুষের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবন চিত্র এই উপন্যাসের বিষয় বস্তু। এই বস্তি কারোর নিজের বসতবাটি নয়। আসলে এই বস্তির সকলেই উদ্‌বাস্তু। কেউ দেশভাগের বলি, কেউ বা নগরায়ণের বলি হয়ে পূর্বতন ভিটে থেকে উচ্ছেদিত। আবার কারোর বাড়ি ব্রহ্মপুত্রের জলে তলিয়ে গেছে। কেউ বা পালিয়ে এসে বস্তির এক কোণে আশ্রয়ের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে। বস্তির সমস্ত মানুষই শেকড়হীন। বিচিত্র শ্রেণির মানুষের একমাত্র ও শেষ আশ্রয় স্থল এই বস্তি। সংকট, যন্ত্রণা ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ভাগ্যতাড়িত, ইতিহাস লাঞ্ছিত এবং রাজনীতি পীড়িত অসহায় মানুষগুলি জীবন স্রোতে টিকে থাকতে চায়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পাশাপাশি ধর্মীয়ভিত্তিতে দেশ ভাগও হয়েছিল। তার ফলে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়— হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ছিন্নমূল হয়ে আসা সংখ্যালঘু মানুষেরা নিজের বরাদ্দ দেশে এসেও পায়ের নিচে মাটি ও মাথার উপরে ছাদ পায় না। প্রতিনিয়ত তাদের টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হয়। 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে ব্রহ্মপুত্র ঘেষা বস্তিতে বাস করে ছিন্নমূল হয়ে আসা পরানের পরিবার। দেশভাগের আগে পরানের সমস্ত কিছু ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর উদ্‌বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষ তথা আসামে আসার পর তার আর কিছুই নেই। সেই আক্ষেপ তার উক্তির মধ্যে স্পষ্ট—

> "আমাগো ঘর আছিল, জমি আছিল, লাঙ্গল আছিল, বলদ আছিল। সব আছিল। আইজ আমাগো কিছুই নাই। ব্যাবাকটা কে খাইল, কন বাবু গো!"[১]

আবার দেশভাগ হয়েছে ধর্মীয় ভিত্তিতে। নিজের বরাদ্দ দেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার পরেও পরানের মতো হাজারো মানুষ এ দেশের নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি। যে দেশে তারা জন্ম গ্রহণ করেছে ও বেড়ে উঠেছে, সেই দেশ তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর বরাদ্দ দেশে কেউ তাদেরকে বলে বিদেশি, কেউ বা বলে শরণার্থী। সেই যন্ত্রণা থেকে পরান বলে—

> "যাওনের তো আর জাগা নাই। হেই পারে মাইরা কাইটা নাথি দিয়া খেদাইল। এই পারেও দ্যাখতাছি জেবনের এতটা কাল কাটাইয়াও দ্যাশের মানুষ হইতে পারলাম না। বাবু গো, আমাগো দ্যাশ তাইলে কুনটা?"[২]

ব্রহ্মপুত্র ঘেষা বস্তির মানুষেরা অসহায় ও নিরীহ। সামান্য উপার্জিত অর্থে তাদের দিন কাটে। অথচ বস্তির এই অসহায় ও দরিদ্র মানুষেরা রাজনীতি ও মুনাফাকামী অপশক্তির সাঁড়াশি আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে। তারা বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করতে বস্তির ঘরে ঘরে তারা নোটিশ পাঠায়। বস্তির ঘরে ঘরে 'লুটিশ' এসে পড়ায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বস্তিবাসীদের মধ্যে। সেই নোটিশের মূল বক্তব্য হল — আইয়েমডিটে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে তাদের নাগরিকত্ব। প্রমাণ করতে হবে তারা বাংলাদেশি নয়। ধীরু মনে করে কেবল মুসলমানরাই বাংলাদেশি। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙে। ধীরু রিকশা চালক। তার রিকশা থেকে নেমে যাওয়া লোকটি যখন চোখ পাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে —

> "অই বাংলাদেশি। ক্যালা, দাঁত ভাঙি দিব। ল'লে লবি, না হলে এটা পয়সাও নিদিও।"[৩]

আবার ধীরুর মতো সাধনকে রিকশার প্যাসেঞ্জার লোকটা বলে—

> "দিমু না। কি করবি শালা? ঘর জ্বালাইয়া দেব। ক্যালা বাংলাদেশির পুত। বেশি বাইরা গেছস। শুয়োর। ...হালার ভাড়াই দিমু না। যাহ্ কী করবি কর গিয়া। তর কুন বাপরে ডাইক্যা আনবি আন গিয়া।"[৪]

বস্তিবাসীর মনে এক অজানা ভয় সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। কে জানে কখন এসে পুলিশ হানা দেবে। সেই ভয়ে বস্তিবাসীর অনেকেই যৎসামান্য সামগ্রী যেমন বিছানাপত্র, হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি আছে তা গুছিয়ে রাখে। তবে হরেন মাস্টার অবশ্য তাদের আশ্বাস দিয়ে জানায়—

> "তোমাদের তো গতবারের ভোটের সময় নাম ছিল।"[৫]

গতবছর তাদের অনেকের ভোটার লিস্টে নাম থাকলেও প্রমাণ হিসেবে যদি জমির দলিল দেখতে চায়, তাহলে তা আবার অনেকের নেই। কেননা, এই বস্তির বেশিরভাগ লোকজনই চর থেকে আসা। শীতকালে চর মাথাচাড়া দেয় এবং বর্ষাকালে ভেসে যায়। ফের নতুন জায়গায় চর মাথা তুলে দাঁড়ায়। চরের জমির দলিল তাদের কাছে নেই। সুতরাং এক অজানা ভয় তাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। আর এই ভয় থেকেই ধীরু ইসমাইলকে এই নোটিশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমাগো বিদেশি কইলেই শুনুম নাকি। হেরা কওনের কেডা? আমরার নানার বাপজান হেই পাড়ের মানুষ আছিলা, সাচা কথা। কিন্তুক, নানা আমরার বাপজান, আমরা ব্যাবাকটি ভাই-বুন সব এই পারে হয়ছি। লুটিস দিলেই হইব? দ্যাশটা মগের মুল্লুক নাকি।"[৬]

ইসমাইলের কথার প্রত্যুত্তরে ধীরুও বলে—

> "আমার বাবা দ্যাশ ভাগ হওনের পর আইছিল। অন্তত পঞ্চাশ পাঁচপান্ন বছর হইব। আমাগো জন্ম তো এই দ্যাশেই। বরপেটায় আছিলাম, নগাঁওয়ে আছিলাম। বানে সব ভাইস্যা গেল গতিকেই না আমাগো ব্যাকটিরে লইয়া বাবা এই হানে আইছে। তাও ধরো গিয়া বিশ বচ্ছর হইব। কী অশান্তি কও দেখি।"[৭]

ইসমাইল ধীরুকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে—

> "ভাইবো না অত কিছুই হইব না। গেল হপ্তাই আমি নামাজে গেছিলাম। তয়, কথাটা মোল্লারে কইলাম। হ্যায় কি কয়, জানো? কয় ...ভুট আইছে তো। সব ঠিক হইয়া যাইব। দ্যাহো দিহি, বাইছা বাইছা বস্তির ব্যাবাকটিরে লুটিশ দিছে। হালা খানকির বাচ্চা।"[৮]

আবার হরিপদ ইসমাইলকে অভয় দিয়ে বলে—

> "কিছুই হইব না। বচ্ছর বচ্ছর এই গুলান চলতাছে। বিদেশটারেই হালার দেখলাম না, আর আমাগো ব্যাকটিরেই বানাইছে বিদেশি।"[৯]

আসলে কোনো এক অজানা ভয় থেকে তারা যে এদেশের নাগরিক তার যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছে একে অপরের কাছে।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় যারা দীর্ঘদিন ধরে যারা এই বস্তিতে বাস করছে তাদের নামে সরকার নোটিশ পাঠিয়েছে। তারা দেশি না বিদেশি তার প্রমাণ দিতে। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা অর্থের বিনিময়ে সমস্ত প্রমাণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজ তৈরি করে নিয়েছে। 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসের তেমনি একটি চরিত্র হল নরেশ। নরেশ লোককে টাকা দিয়ে নিজের জায়গা ধরে রাখার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। হরিপদর বক্তব্যের মধ্যে তা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে—

> "নরাশ্যা তো ট্যাহা দিয়াই খালাস হইল। অরে নোটিশ দেয় নাই।"[১০]

নরেশ নিজের জায়গা পাকা করতে এই এলাকার কমিশনের ফাইফরমাশও খাটে। কমিশনের মাধ্যমে সে পুলিশকে ম্যানেজ করেছে। বস্তির সকলেই জানে এই গিট্টির দালালি করা চতুর লোক নরেশই হল একমাত্র বিদেশি। ইসমাইল তাই বলে—

> "শুন, হেইডাই আসল বিদেশি। গতিকে আগেই সব কাগজপত্র বানায়া নিছে। দ্যাশের মানুষের আর কাগজে কী দরকার?" [১১]

আবার মুনাফাধারী স্বার্থপর মানুষের অত্যাচারে এই বস্তিবাসী মানুষের জীবন নাভিশ্বাস হয়ে উঠে। এই উপন্যাসে মুনাফাধারী মানুষ পরেশ নেওগ। সে ঠিকাদারের কাজ করে। পরেশ নেওগ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো কাজ করতে পিছুপা হয় না। একসময় হাসপাতালের কাছে একটি বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করে সেখানে দালান বা অট্টালিকা তৈরি করে মোটা পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে। এখন তার চোখ পড়েছে এই আধাবস্তি মানুষদের প্রতি। পরেশ নেওগের এই অভিসন্ধির কথা বস্তিবাসীর মুখে মুখে ঘোরে। সকলে ভয়ে আতঙ্কে থাকে। কারণ তারা সকলেই জানে পরেশ ঠিকাদার যা চায় তা করে দেখায়। পরেশ ঠিকাদার অর্থের লোভ দেখিয়ে প্রশাসনের লোককে হাত করেছে। সেই লোভে থানার বড়বাবুও পা বাড়িয়েছে। সরকারের এই নোটিশ দেওয়াকে পরেশের চাল বলে বস্তিবাসী মনে করে। বস্তিবাসী যদি প্রমাণ দেখাতে না পারে তাহলে বিদেশি বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং পরেশ ঠিকাদার সেই সুযোগে সেখানে সহজেই প্রাসাদ গড়ে তুলতে পারবে। বস্তিবাসীর অনেকে মনে করে শনিয়াকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পিছনে পরেশ নেওগার হাত রয়েছে। আসলে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়। সে কথা বস্তির মানুষজন যে বুঝতে পেরেছে তা সাধনের বক্তব্যে স্পষ্ট—

> "আমরার ব্যাকটিরে মাইরা খেদাইব নাকি? মনে ত কয় শনিয়ারে সেই কারণেই মারছে। বুঝলা না, আমাগো ডরাইয়া দিবার চায়।"[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বস্তির সকলেই বিশ্বাস করে শনিয়া কখনো পরেশের কিছু করার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারে না। শুধু শনিয়ায় নয়, বস্তিবাসীর কেউই তা করতে পারবে না। হরেন মাস্টার বস্তিবাসী না হলেও বস্তিমানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। হরেন মাস্টার দিলীপকে বলে—

> "তুমি ঠিকই বলেছ। শনিয়া চুরি করতে পারে না। যে পরিশ্রম করে বেঁচে থাকে সে চুরি ডাকাতি করে না।"[১৩]

বস্তি উচ্ছেদ করার জন্য শনিয়াকে চুরির অপবাদ দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া পরেশের চাল হতে পারে বলে মনে করে দিলীপ। দিলীপ হরেন মাস্টারকে বলে—

> "...আসলতে কি জানেনে মাস্টার— বস্তির মানুহক খেদিব বিচারিছে। যেনে তেনে ইয়ার মানুহক খেদিব। ইয়াত ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং বনাই বেচিব পরেশে।"[১৪]

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে দেখা যায় রাজনৈতিক চাপ ও মুনাফাকারী ফন্দিবাজ মানুষের চাপে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলির জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তারা সব কিছু না বুঝলেও অনেক কিছু তারা জানে এবং বোঝে। কিন্তু এই অসহায় মানুষগুলি নীরবে সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে থাকে। বস্তির নিরক্ষর, সহজ-সরল মানুষগুলি স্বার্থপর বা স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। সেই সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে।

সমর দেবের 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে বস্তিবাসী মানুষের সমাজ-জীবনের আলেখ্য ধরা পড়েছে। এই বস্তির সকলেই ছিন্নমূল হয়ে আসা। নিত্য অভাবে এই বস্তি মানুষের জীবন অতিবাহিত। তাদের একবেলা খাবার জুটলেও আরেক বেলা না খেয়ে প্রায় প্রতিটি বস্তির মানুষকে দিন কাটাতে হয়। দৈনন্দিন অভাবের মধ্যেও বস্তির প্রতিটি পরিবার একে অপরের পাশে থাকে। সমাজের কিছু মুনাফাকামী, স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থের জন্য এই বস্তির মানুষের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে লক্ষ করলে দেখা যায় যে পরেশ নেওগা নামে একজন ঠিকাদার কেবল নিজের স্বার্থে এই বস্তি তথা বস্তির মানুষকে উচ্ছেদ করে বিরাট বিল্ডিং তৈরি করতে চায়। তারা তাদের মুনাফা লাভের জন্য যে কোনো কাজ করতে পারে। আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করতে পারে। কারণ এই পরেশই লোক দিয়ে হাসপাতালের কাছে বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উচ্ছেদ ঘটায় এবং পরে সেখানে বিরাট ফ্লাট নির্মাণ করেছে। এই আশঙ্কা বস্তির প্রতিটি মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলে। বস্তির শনিয়াকে পুলিশ পরেশের জিনিসপত্র চুরির দায়ে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু শনিয়া যে চুরি করেনি বস্তির প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করে। আসলে তাদের মধ্যে একটা ভয়ের আতঙ্ক তৈরি করতে চেয়েছিল। সাধু ও মদনের কথপোকথনের তা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে—

> "আমরার ব্যকটিরে মাইরা খেদাইব নাকি? মনে তো কয় শনিয়ারে সেই কারণেই মারছে। বুঝলা না, আমাগো ওবাইয়া দিবার চায়। আমরার অ্যাওগুলান মানুষরে কুত্তার লাগান খেদাইব। যামু কই।"[১৫]

আমরা জানি তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির কাজ। পরেশের মতো পয়সাওয়ালা লোকের পাশে প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনীতির বড়ো বড়ো লোকেরা রয়েছে। কিন্তু এই নিম্নশ্রেণির অসহায় মানুষদের পাশে তারা থাকে না বলেই সমাজের স্বার্থপর ও সুযোগ সন্ধানী মানুষেরা সহজেই এই অভাব পীড়িত মানুষদের উপর শাসন ও শোষণ চালায়।

কথাকার সমর দেব রচিত 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনে সংকট ও যন্ত্রণার পাশাপাশি প্রেমের দিকটিও উঠে এসেছে। প্রেমের বিচিত্রতা উপন্যাসে ধরা পড়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রেম শরীরী অনুষঙ্গে ধরা দিয়েছে। প্রেম আদিম ভোগ বাসনা তাড়িত। ব্রাত্য, পরাজিত মানুষগুলি বার বার যৌনতার কাছে সপে দিয়েছে। যৌনতা যেন এক বাঁচার রসদ। আবার যৌনতা পেরিয়ে হঠাৎই জাগ্রত প্রেম পাঠককে চমকে দিয়েছে। মাতৃত্বের অভিলাষা থেকে যৌন সম্পর্ক যেমন ধরা দিয়েছে তেমনি কামাসক্ত নারী প্রেমের মধ্যেই খুঁজে নিয়েছে বাঁচার আশ্রয়।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে সুবল ও মালতির মেয়ে লক্ষ্মী। পল্টু লক্ষ্মী একে অপরকে ভালোবাসে ও কাছে পেতে চায়। কিন্তু একসময় লক্ষ্মী পল্টুর কাছে ধরা দিতে গিয়েও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ চায়নার জীবনের পরিণতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই বস্তির মেয়ে চায়না। চায়না ভালোবেসে কৃপার সঙ্গে কম বয়সে পালিয়ে ছিল। কিন্তু চায়নার স্বামী অর্থের লোভে তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তারপর একাধিক পুরুষের আগমন ঘটে চায়নার জীবনে। শেষপর্যন্ত তিনটে সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে এই বস্তিতে মা-এর কাছে এসে ওঠে। এখানে এসে তেলের কলে কাজ করার সময় ম্যানেজার চায়নাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোগ করে। শেষপর্যন্ত তাকে বিয়ে না করে কাজ থেকে ছাটাই করে দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যে নানা ভাবে নানা দিক থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত তা লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখি রঙমিস্ত্রি রমেন শিবুর বোন নন্দাকে ভালোবাসে। কিন্তু শিবু তাদের এই সম্পর্ককে মেনে নিতে পারে না। কারণ শিবু রমেনকে সেভাবে জানে বা চেনে না। এইরকম অপরিচিত মানুষের হাতে শিবু তার বাপ মা মরা বোনকে তুলে দিতে চায় না। তাছাড়া একসময় নন্দা কমলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়। নন্দা তাকে বিয়ের কথা বলতেই হাওয়া হয়ে যায়। শিবু তার কোনো খোঁজ পায়নি। বোনকে বাঁচাতে শিবু তার সঞ্চয়ের টাকা খরচ করেছিল। তাই কমলের দ্বারা ব্যবহৃত ও প্রত্যাখ্যাত নন্দা রমেনের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে সিঁদুরের নিশ্চয়তা দাবি করে। নন্দা পুরোপুরি রমেনের কাছে ধরা না দিয়ে পালিয়ে আসে। নন্দার এই ব্যবহারে রমেন আঘাত পাই। তাই অভিমানে আত্মহননের পথ বেছে নেয় রমেন।

আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হরেন। যার পেশা শিক্ষকতা। এই বস্তিবাসী মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী। তবে হরেন মাস্টারের সঙ্গে সংগীতার প্রেম অন্য রকম হতে পারতো। কারণ তারা দুজনেই শিক্ষিত। সংগীতার বাবার অনুরোধে পড়া দেখিয়ে দেওয়ার সূত্রেই সংগীতার সঙ্গে হরেনের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা। রূপ মুগ্ধতা, হৃদয়াবেগ নিয়েই হরেন ও সংগীতার কাহিনির সূত্রপাত। প্রথম থেকেই সংগীতা তার শরীর দিয়ে হরেনকে লাভ করতে চেয়েছে। আবার ধীরুর বউ শেফালি। সে বন্ধা। ইসমাইলের সঙ্গে সে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। নিজের 'বাজা' পরিচয় ঘোচাতে একদিন ইসমাইলকে শেফালি আহ্বান করে। এরপর মাতৃত্বের অহং এ বিকশিত হতে থাকে শেফালি। শেষপর্যন্ত শেফালি বস্তিবাসের অনিশ্চয়তা জীবন ছেড়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় আর ইসমাইলের প্রতি অপ্রতিরোধ্য টানে ধীরুকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসের বস্তিবাসী সমস্ত মানুষই প্রায় শ্রমজীবী। উপার্জনের অনিশ্চয়তা তাদের জীবনের অঙ্গ। আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সুবল। বৃদ্ধ বাবা পরান, বউ মালতি ও চার ছেলে মেয়ে নিয়ে তার সংসার। সুবল কাজ করে সংসার চালায়, আর তার স্ত্রী মালতি বাড়িতে ঠোঙা বানিয়ে যৎসামান্য উপার্জন করে সংসারটাকে মসৃণ ভাবে চলতে সহায়তা করে। ধীরু রিক্‌শা চালায়, বউ শেফালি ও মাকে নিয়ে তার সংসার। ধীরুর মতো সাধুও রিক্‌শা চালিয়ে জীবন নির্বাহ করে থাকে। শিবু কলের মিস্ত্রি, সে তার বোন নন্দাকে নিয়ে থাকে। নন্দা রঙের মিস্ত্রি রমেনকে ভালোবাসলেও তার প্রাক্তন প্রেমিক কমল তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে তাকে সে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারেনি। মদন মদ বিক্রি করে সংসার চালায়। স্ত্রী জবা ও মেয়ে কুটিকে নিয়ে তার জীবন। মদ বিক্রি করে তার ভালো উপার্জন হয়। কিন্তু সে যে পথে অর্থ উপার্জন করে তার জন্য প্রশাসনকে খুশি রাখতে মাঝে মাঝে অর্থ দিতে হয়। দরিদ্র মানুষের উপর এ এক শোষণ প্রক্রিয়া। আবার কিষান মণ্ডলের মেয়ে চায়না তার তিন-তিনটে সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে। চায়না পরিবার তথা সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিতে তেল কলে কাজ করে। তেল কলের ম্যানেজার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ব্যবহার ও ভোগ করেছে। শেষপর্যন্ত ম্যানেজার চায়নাকে তার কর্ম থেকে ছাঁটাই করে দেয়। এইভাবে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা নানা ভাবে শোষিত হয়।

'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে হরেন মাস্টার বস্তিবাসী না হলেও এই বস্তিবাসী মানুষদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীক ভাবে জড়িয়ে গেছে। হরেন মাস্টার পাণ্ডুর রেল কোয়ার্টারে ভাড়া থাকে। বস্তিবাসী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আশা-নিরাশার সঙ্গী। বস্তিবাসী মানুষেরা তাদের শলা পরামর্শের জন্য তাকে (হরেন মাস্টার) ডাকে। আবার কখনো হরেন মাস্টার নিজেই তাদের কাছে যায়। একসময় এই বস্তিবাসী মানুষেরা হরেন মাস্টারের নেতৃত্বেই শনিয়ার মৃত্যুর জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

আলোচ্য উপন্যাসে ব্রহ্মপুত্র ঘেষা বস্তিবাসী মানুষের জীবন নানা বিশ্বাস-সংস্কারে ঘেরা। ওঝার প্রতি এই সমস্ত মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। তাই তারা অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যায়। আলোচ্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ওঝার প্রতি বিশ্বাস রেখে মদ বিক্রেতা মদন তার একমাত্র মেয়ে কুটিকে নিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওঝা সম্পর্কে রমেন মদনকে বলেছে—

> "শুনছি ভালো ওঝা। একবার লইয়া যাও। কওন তো যায় না। মেডিকেলে সারাতে পারে নাই এমুন কতো মাইনসেরে হ্যায় ভালো করছে। সগগলেই কয়। দেরি কইর না। পাললে, কাইলি লইয়া যাও না।"[১৬]

রমেনের কাছ থেকে হরিশ ওঝার কথা জেনে মদন তার স্ত্রীকে বললে সে বলে—

> "তাহলে কাইলই চল না গো। আমি তো ভালো কিছু বুঝতাছি না। মাইয়া তো শুকায়, খালি শুকায়।"[১৭]

শেষপর্যন্ত মদন তার মেয়েকে নিয়ে যায়। মেয়েকে ভালো করার জন্য একান্ন টাকা দক্ষিণাও দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আবার মদন এও বলেছে যে তার মেয়ে যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে পরে হরিশ ওঝাকে একশো টাকা দেবে। এমনকি ঠাকুরের কাছে পাঁঠাবলিও দেবে। আসলে সকল জন্মদাতা তার প্রাণের সম্পদকে বাঁচানোর জন্য সব কিছু করতে পারে। কিন্তু ওঝার কাছ থেকে আসার পর তার মেয়ে কুটির অবনতি ঘটে এবং পরের দিনই সে সকলকে ফাঁকি দিয়ে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেয়।

আবার তারা বিশ্বাস করে কাকের কা কা ডাক কু-বার্তা বহন করে আনে। কোনো কাক যদি কা কা করে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়, তাহলে তাদের মনে ভয়ের আশঙ্কা জাগে। তাদের বিশ্বাস কাকের এই ডাক মানুষের মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনে। তেমনি উপন্যাসে দেখা যায় কুটির মৃত্যুর আগে এক দল কাক কা কা করে ডেকে উড়ে চলে যায়। আবার ইষ্টি কুটুম পাখির ডাক আনন্দের বার্তা বাহক বলে তারা বিশ্বাস করে। চায়না যখন দীর্ঘ কয়েক বছর পর তার মায়ের বাড়িতে ফিরে আসে, তখন তার মায়ের মনে হয়েছে সকাল থেকে ইষ্টি কুটুম পাখিটা ডাকছিল। তারা রাত্রে সাপ দেখলে সাপ না বলে দড়ি বলে। কারণ, তাদের বিশ্বাস যদি সাপ বলা হয় তাহলে হয়তো কোনো ক্ষতি হতে পারে। আবার গর্ভবতী মহিলাকে সন্ধ্যা বেলায় একা বাড়িতে রাখার নিয়ম নেই। তাই শেফালির স্বামী ধীরু নিজেই কামাখ্যা বাড়ি থেকে একটু প্রসাদি ফুল নিয়ে এসে তার বালিশে গুঁজে রাখে। এই ধরনের নানা বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে গাঁথা তাদের জীবনের যাপন কথা।

কথাকার সমর দেব তাঁর 'লোহিত পারের উপকথা' উপন্যাসে ব্রহ্মপুত্র ঘেষা প্রান্তিক, ব্রাত্য মানুষের জীবনের বহুমুখী সমস্যার দিককে তুলে ধরেছেন। জীবন তো কখনো থেমে থাকে না। এগিয়ে চলার নামই জীবন। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় অনেকেই এই বস্তি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে নতুন ভাবে বাঁচার পথ খোঁজে।

Reference:

১. দেব, সমর, 'লোহিত পারের উপকথা', ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, আসাম, প্রথম সংস্করণ, ২০১০, তদেব, পৃ. ১২
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ১৮
৪. তদেব, পৃ. ১৯
৫. তদেব, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ১৭
৮. তদেব, পৃ. ১৭
৯. তদেব, পৃ. ৪৫
১০. তদেব, পৃ. ৪৫
১১. তদেব, পৃ. ৪৫
১২. তদেব, পৃ. ১১১
১৩. তদেব, পৃ. ১০৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 533 - 539
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. তদেব, পৃ. ১০৩
১৫. তদেব, পৃ. ১১১
১৬. তদেব, পৃ. ১০৯
১৭. তদেব, পৃ. ১০৮

Bibliography:

চৌধুরী, সুজিত, 'বরাক উপত্যকার বাঙালী : অস্তিত্ব ও অবয়বের সংকট', আসাম, প্রথম প্রকাশ মে, ২০০২
দেব, সমর, 'লোহিত পারের উপকথা', ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, আসাম, প্রথম সংস্করণ, ২০১০
নাইনথ কলাম (১৬), উত্তর-পূর্বের বাংলা কথাসাহিত্য, গুয়াহাটি, আসাম, নভেম্বর, ২০২০
পাণ্ডা, অগ্নিমিত্রা, 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্যচর্চা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ২০১৭
ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার, 'নির্বাচিত সাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড (উপন্যাস ও গল্প ২), সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দী, আসাম, প্রথম প্রকাশ ১ জুলাই ২০০৫